কন্যা সন্তানের কামনায় দুর্গাপুজো হয় আড়রা গ্রামের মিশ্রপরিবারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এখনও যেখানে কন্যা সন্তানের জন্মকে গ্রামাঞ্চলে অন্যভাবে দেখা হয়, কন্যা ভ্রূণ হত্যার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটে, সেখানে বিরল এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত একটি গ্রামের দুর্গাপুজো উৎসব। জেলার আদ্রা থানার আড়রা গ্রামের দুর্গা পুজোর সূচনার পিছনে রয়েছে এক অদ্ভুত ইতিহাস। কন্যা সন্তানের কামনায় এই গ্রামের মিশ্র পরিবারের দুর্গাপুজোকে ঘিরে আজও পুণ্যার্থীদের ঢল নামে মেলা প্রাঙ্গনে। এ বছর ৩১৫ বছরে পদার্পণ করল আড়রা গ্রামের মিশ্র পরিবারের দুর্গাপুজো। এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম প্রদীপকুমার মিশ্র জানালেন, ইংরাজীর ১৬৯৮ সালে (কোরো কারো মতে ১৬৯৭ সালে) পূর্বসূরী রামরাজ মিশ্র কন্যাসন্তান লাভের আশায় গ্রামের পাশের একটি পাহাড়ের উপরে সাধনায় বসেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি কোনও দেবতার স্বপ্নাদেশ বা কন্যা সন্তানলাভ নিয়ে দেবদেবীর কোনও সাড়া পাননি। তখন তিনি নিরাশ হয়ে পাহাড় থেকে নেমে পাহাড়ের পাদদেশে একটি বড় পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হন। ঠিক সেই সময়েই নির্জন ওই জায়গায় এক ফুটফুটে শিশু কন্যাকে দেখতে পান তিনি। শিশুটি রামরাজবাবুর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জানতে পারে। রামরাজবাবু তাকে জানান, তাঁর পরিবারে ১৪ পুরুষ ধরে কোনও সন্তান হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বহু দেবদেবীর অনেক সাধনার পরেও সেই আশা পূরণ হয়নি। সেই অনুরাগেই তিনি পুকুরের জলে ডুবে আত্মবিসর্জন দিতে চান। সেই কথা ওই শিশু কন্যাকে জানান রামরাজ মিশ্র। একথা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওই শিশুকন্যাটি দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করে রামরাজবাবুকে আশ্বস্ত করেন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে দুর্গাপুজো করতে বলেন। সেই কথা শুনে বাড়ি ফিরে তিনি দুর্গা মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করান এবং সেই মন্দিরে দশভুজার মূর্তি স্থাপন করে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। তারপরেই রামরাজ মিশ্রের কন্যা সন্তান লাভ হয়। পরে সেই ঘটনা জানতে পেরে কাশীপুর পঞ্চকোটের তৎকালীন রাজা বলভদ্রেশ্বর সিংহদেও পুজো পরিচালনা খরচ বাবদ ফসল চাষের জন্য ৮৬ বিঘে জমি দান করেছিলেন রামরাজ মিশ্রের নামে। যে জমিতে ধান চাষ করে এখনও পুজোর খরচা চালানো হয়। তবে বর্তমানে খরচ অনেকটাই বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশ্র পরিবারকে তা সামাল দিতে হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ এক সপ্তাহ পরেই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। যাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের আপামর হিন্দু সম্প্রদায় আনন্দে মেতে ওঠেন। আর এই উৎসবে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে বাঁকুড়া জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর উদ্যোগে এবং ইন্দাস ব্লক শাখার সহযোগিতায় একটি সভার আয়োজন করা হয়। রবিবার বিকালে রোলফাটিকা সমবায় কমিউনিটির সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি মৌলানা আবুল কাশেম, সংস্থার বর্ধমান জেলা সম্পাদক মৌলানা জাকারিয়া কাশেমী, প্রমুখ। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইমতিয়াজ আলি বলেন, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সমাজ তথা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর ভূমিকাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। উৎসবে সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখতে বক্তারা আহ্বান জানান।

রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা বাঁকুড়া শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে বাঁকুড়া শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে বিক্ষোভ দেখায় রোগীর পরিবার ও আত্মীয়েরা। তাঁদের অভিযোগ, অগ্রীম টাকা জমা না দেওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা শুরু না করায় রোগীর মৃত্যু হয়। চিকিৎসায় চরম গাফিলতি করা হয়েছে। এই মৃত্যুর তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে বাঁকুড়া শহরের ৩নং ওয়ার্ডের গোপীনাথপুর মাঠপাড়া এলাকার বাসিন্দা শুভম নন্দীর অভিযোগ, এদিন সকালে শহরের ফিডার রোড এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর বাবা তারাশঙ্কর নন্দীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। সেইসময় নার্সিংহোম থেকে জানানো হয়, অগ্রীম ১০ হাজার টাকা জমা করতে হবে। তা নাহলে তাঁর বাবার চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে না। শুভমবাবু জানান, তিনি ৫ হাজার টাকা এনে নার্সিংহোমে জমা করলেও তাঁর বাবাকে আইসিসিইউ'তে ঢুকিয়ে তাঁদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়।

পরে জানানো হয় তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে। এদিন শুভমবাবু তাঁর বাবার মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্ত ও নার্সিংহোমের বেপরোয়া মনোভাবের কারণ জানিয়ে বাঁকুড়া সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কোতুলপুরে বনেদিবাড়ির দুর্গা পুজোয় জৌলুস কমলেও এখনও আচারবিচারে খামতি নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার কোতুলপুরের একাধিক বনেদি বাড়ির পুজোয় আর্থিক কারণে আগেকার জৌলুস হারালেও পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষার্থে উত্তরসূরীরা আচার বিচারে খামতি রাখেন না। বাহ্যিক আড়ম্বর কমলেও পরিবারের কল্যাণ এবং দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে অধিকাংশ পরিবার বংশ পরম্পরায় পুজোর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন। এলাকার একাধিক বনেদি বাড়ির সদস্য এমনই মন্তব্য করেছেন। কোতুলপুরের ঐতিহ্য গ্রামে শতাব্দী প্রাচীন পুজো অনেকই রয়েছে। তারমধ্যে বেশ কয়েকটি পুজো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ চমকপ্রদ ইতিহাস রয়েছে এবং বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। কোতুলপুরের দারাপুরে মুখোপাধ্যায় বাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট হল ৪৬ মিনিটে সন্ধিপুজো শেষ করতে হয়। পরিবারের সদস্য সুদর্শন মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত পুজোয় সন্ধিপুজোর জন্য পঞ্জিকা মতে বলিদানের আগে ২৩ মিনিট এবং পরে আরও ২৩ মিনিট বরাদ্দ থাকে। পরের ২৩ মিনিটের মধ্যে ভোগ রান্না করে মা'কে দিতে হয়। তাই ভোগ রান্না করার মাত্র ১৫ মিনিট সময় পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে ৩ কেজি চালের ভোগ রান্না হয়ে যায়। ঠাকুরের মাহাত্মের কারণেই এতো কম সময়ে তা সম্ভব হয়। এইপুজো দেখতে বহু দূরদুরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। দেবী খুবই জাগ্রত। মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। পারিবারিক হলেও ফি বছর মুখোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে। বাগরোল গ্রামে বেনোপাড়ায় দত্ত বাড়িতে আনুমানিক তিনশো বছর আগে পুজো শুরু হয়। দত্ত বড়ির পুজিতা দেবী দুর্গার দুটি হাত। পাশে শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিক রয়েছেন। পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে, আগে দুর্গা প্রতিমার দশটি হাত ছিল। পরবর্তীকালে দত্ত পরিবারের এক মেয়ে হারিয়ে যায়। হারানো মেয়েকে ফিরে পেতে হলে দুর্গার দুটি হাত ও স্বামী, পুত্র-কন্যা সহ পুজো করতে হবে, এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দেবীর নির্দেশ মতো পুজো প্রচলন করেন। কোতুলপুরের কোপা গ্রামে হালদার বাড়িতে আনুমানিক সাড়ে তিনশো বছর আগে শিবদুর্গার পুজো শুরু হয়েছিল। পরিবারের পূর্ব পুরুষ হরিশচন্দ্র হালদারের প্রপিতামহ পুজোর প্রচলন করেন। প্রথমদিকে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের মন্দির ছিল। ১৮৩০ সালে একটি ঠাকুর দালান তৈরি করা হয়। হালদার পরিবারের পুজোর বৈশিষ্ট হল, এখানে দশমীর দিন চ্যাং মাছ বলি করা হয়। উদ্যোক্তারা বলেন, পুজোয় আগেকার সেই রীতিনীতি বজায় রাখা হয়েছে। হাসানডাঙ্গা গ্রামে দুটি পারিবারিক পুজো হয়। একটি মণ্ডল ও অন্যটি মুখোপাধ্যায় বাড়ির পুজো। মণ্ডলদের পুজো আনুমানিক তিনশো বছরের। বাণেশ্বর মণ্ডল ও তাঁর চার ভাই মিলে হাসানডাঙ্গার রামবাড়িতে খেলার ছলে নিজেরাই একবার দুর্গাপুজো করেছিলেন। নবমীর দিন তাঁরা আখণ্ড বলি দেন। কিন্তু পরের বছর দেবী স্বপ্ন দেন, তাঁকে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে হবে। তখন তাঁরা সবাই মিলে নতুন উদ্যোমে পুজো করতে হবে। সমসাময়িক কালে গ্রামের মুখোপাধ্যায় বাড়িতেও পুজো শুরু হয়। পরিবারের এক সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য রাঢ়বাংলার মানুষ তাঁকে সরস্বতী ঠাকুর নামে আখ্যা দেন। তিনি বৈদিক মতে দুর্গাপুজো চালু করেন। জানা গিয়েছে মল্লার রাজাদের অন্তর্গত কোতুলপুরের ভদ্র পরিবারের সদস্যরা জমিদার ছিলেন।

ঠাকুরদাস ভদ্র ও গোবিন্দরাম ভদ্র আগে যৌথ পরিবারে থাকলেও পরবর্তীকালে ভদ্র পরিবারটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ঠাকুরদাস ভদ্র পরিবারে দুর্গা পুজোর প্রচলন হয় ১২৮২ সন থেকে। এখানে শিব আর দুর্গার একত্রে পুজো হয়। কথিত আছে, বাংলার ১২৮৭ সনে দুর্গাপুজোর সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে ওই পরিবারের পুজোয় আরতি দর্শন করেন। গোবিন্দরাম ভক্তের পরিবারে দুর্গাপুজোর সূচনা হয় বাংলা ১৩০৫ সনে। সেখানেও শিবদুর্গার পুজো প্রচলন হয়। দুই ভদ্র পরিবারের পুজো আজও একইভাবে হয়ে আসছে।

আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির নিজস্ব ভবনে ১৫৩ জনকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ছাত্রনেতা জহর সিং-এর স্মরণে এই অনুষ্ঠান হয় বলে জানা গেছে।

কান্দির দুর্গাপুজো নিয়ে নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করল পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভা

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ এই প্রথমবার তৃণমূল পরিচালিত কান্দি পুরসভার উদ্যোগে দেওয়া হবে শারদসম্মান। কান্দিতে দুর্গাপুজোয় থাকছে প্রশাসনিক কন্ট্রোল রুম। এই ঘটনায় খুশি কান্দিবাসী। কান্দি পুরসভার পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে কান্দি পুরসভা সমস্ত পুজো কমিটিগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শারদসম্মান পুরস্কার দেওয়ার কথা জানান। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অজয় বড়াল, কাউন্সিলর দেবল দাস জানান, শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ সজ্জা, শ্রেষ্ঠ আলোক সজ্জা, শ্রেষ্ঠ পরিবেশ বান্ধবের উপর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়দের অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম পুরস্কার ২০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫ হাজার টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা এবং সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ৪০ হাজার টাকা, মোট পুরস্কার বাবজদদ ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। কান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক অপূর্ব সরকারের প্রচেষ্টায় এই পুরস্কারগুলি দেওয়া হবে বলে জানানো হয় পুরসভার পক্ষ থেকে। এরফলে কান্দিতে একাধিক পুজো কমিটি উপকৃত হবে এবং উৎসাহিত হবে বলে দাবি পুরসভার। আসন্ন শারদ উৎসব উপলক্ষ্যে পুজো গাইড ম্যাপ ও পুজো প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় কান্দির ছায়াপথ সিনেমা হলে। কান্দি থানার সহযোগিতায় এই পুজো প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কান্দি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এস এম আজিজ, কান্দি থানার আইসি সোমনাথ ভট্টাচার্য, কান্দির বিধায়ক তথা পুরসভার চেয়ারম্যান অপূর্ব সরকার, দমকল বিভাগের ওসি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মূলত সামনের শারদীয়া উৎসব ভালোভাবে পরিচালনার জন্য এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। কান্দি থানা ও কান্দি ব্লকের সমস্ত পুজোর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এই দিনের সভায়। সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। তাই এই উৎসবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মূলত এই সভার আয়োজন করা হয়। এই বিষয়ে কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, দশমীতে বিসর্জন করার জন্য নদী এবং বেশ কিছু পুকুরে লাইট লাগানো হবে পুরসভার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি কান্দি ব্লকের ১০টি অঞ্চলে পুজোয় প্রতিমা বিসর্জনের জন্য থাকবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। কান্দি পুরসভা ও কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পুজো কমিটিগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য এবছর শারদসম্মান পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

আমোদর ঃ ইতিহাসে নীরব সাক্ষী

ব্যোমকেশ সরকার

শেষ পর্ব

পরবর্তী কালে ১৫৯০-৯১ খ্রিষ্টাব্দে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ ও পাঠান সেনাপতি কুলু খাঁ-এর গড়মান্দারণ এলাকার আমোদর অববাহিকায় বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে দক্ষিণবঙ্গ ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে উঠেছিল। লোক মুখে প্রচার, কোতুলপুরের আখড়াশোল গ্রামে আমোদর তীরে কুলু খাঁ সেনা ছাউনি ফেলে সুরক্ষিত গড় নির্মাণ করে ছিলেন। এখানেও আমোদরের গতিপথ গড়ের চারিদিকের স্থানকে ঘিরে সুরক্ষিত করে তুলেছিল। সেনা ছাউনি বা আখড়া ছিল বলে পরবর্তী সময়ে গ্রামের নামকরণ হয় আখড়াশোল। কুলু খাঁ গড়মান্দারণ দখল করার পর সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে মোঘল সেনা কর্তৃক তাড়িত হয়ে আখড়াশোলে নিজ সেনা ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সঙ্গে বন্দি করে এনেছিলেন গড়মান্দারণের তৎকালীন সামন্ত রাজা ও তার পরিবারবর্গকে। এখানে কুলু খাঁ ঐ রাজাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এর কিছুদিন পর কুলু খাঁ-র মৃত্যু ঘটে। কোতুলপুরের ভূখণ্ডে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল। রাইবাঘিনী গ্রামের দক্ষিণ দিকে যে কোটালদিঘি আছে তার পাশে একটি মাঠ আছে। সেই মাঠটি সন্ধিপুরের মাঠ নামে পরিচিত। ওখানেই মোগল-পাঠান সেনারদের সঙ্গে কুলু খাঁর সেনাদের সন্ধি হয়। এর জন্যই সন্ধিপুর নাম। এসবের নীরব সাক্ষী আমোদর নদ। তার তীরেই এত কিছু। হুগলি লোর গোঘাটের নকুণ্ডা এলাকায় আমোদর সৃষ্ট দলকার জলার কাছে অতীতে শালিবাহন নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। উক্তস্থানে দ্বিতীয় কমলেকামিনীর আবির্ভাব হয়েছিল বলে জানা যায়। এই জলার মধ্যে ইটের তৈরি ঘাট এখনও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। পূর্বে উল্লেখ করেছি, আমোদরের তীরে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য স্থান গড় মান্দারণ'। এই মান্দারণ-এর ইতিহাস হলো---আদিশূর ও পরবর্তী বংশধরদের মান্দারণে রাজ্য শাসন ইতিহাসের উল্লেখ অনুসারে প্রায় দুশো বছর। সম্ভবত ১০১৮-১১৫৭ খ্রিঃ মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত যুদ্ধে রণশূর ও পরবর্তীকালে লক্ষীশূর বীর্যশালী রাজা হিসাবে পরিচিত লাভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে গৌড়ের নবাব রুকনুদ্দিন বারবাক শাহের সময়ে নবাবের নির্দেশে সেনাপতি ইসমাইল গাজি মান্দরণের রাজা গজপতি সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করে মান্দারণ অধিকার করে নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাপতি ভাসন্দী রায়ের ষড়যন্ত্রে বারবাক শাহের আদেশে ইসমাইল গাজি নিহত হলে তাঁর বিশ্বাসী অশ্ব মুণ্ডহীন দেহকে নিয়ে গৌড় হতে মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করে। এসবের নীরব সাক্ষী 'আমোদর নদী'। অনেক উত্থান-পতন-এর সাক্ষী এই আমোদর নদ। তাই এই নদ আজও চির প্রবাহমান। তার তীরে দাঁড়িয়ে অতীত দিনের ইতিহাস স্মরণ করা যায়। স্মরণ করা যায় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকেও। আমোদর নদ শ্রীশ্রীমায়ের গঙ্গা। মায়ের স্পর্শ রয়েছে আমোদর নদে। তাই আমোদরের ঐতিহাসিক তথ্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, ছন্দে ছন্দে এবং সবথারা অন্তরে ও বাইরে।

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass
(Arts/Science/Vocational/Commerce)
• G.N.M : 3 Years
• B. Sc. : 4 Years
Admission Contact :- 8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়। গোপনে মদের নেশা ছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), আরামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207